দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 SEP 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

035

শিক্ষাঙ্গন

পরীক্ষায় নকল ও তার প্রতিকার

আজকাল ছাত্র সমাজে 'পরীক্ষায় নকল' প্রবণতা ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে। প্রকৃত শিক্ষা নেই— শুধু নকলের ওপর নির্ভর করে একটি সনদ বা সার্টিফিকেট অর্জন করাই তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা। এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে না পারলে সমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

দেখা যায় এক শ্রেণীর ছাত্রের অভিভাবক, শিক্ষক, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই নকল সরবরাহ কাজে তৎপর। পরীক্ষা কেন্দ্রের চারদিকে হাজার হাজার নকল সরবরাহকারী মানুষের ভিড়। পুলিশ প্রহরীরাও এদের কাছে পরাজিত। হলের অভ্যন্তরেও অবাধে এ অপকর্ম চলছে। আমাদের প্রাণপ্রিয় তরুণদের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতনের এটি কি প্রথম পদক্ষেপ নয়?

এর মূল উৎস কোথায়? কেন এরূপ হয়? আমাদের গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। এর কি কোন প্রতিকার নেই? আমাদের ছেলে-মেয়ে আমাদের সামনেই যদি এভাবে অকেজো, অপদার্থ হয়ে যায় তবে দোষ দেব কাকে?

দেখা যায় শিক্ষাদান ব্যবস্থায় ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণেই এ নকল স্রোত আমাদের তরুণ সমাজকে বিপথগামী করছে। আমাদের সম্মানিত শিক্ষক মহোদয়গণ যদি প্রাত্যহিক পাঠদান কার্যে একটু মনোযোগী হন তাহলেই এর নিরসন সম্ভব।

এ ব্যাপারে শিক্ষকদের করণীয়ঃ নতুন পাঠদানের উদ্দেশ্য হবে— "পাঠদান ও তা ছাত্রদের নিকট থেকে মৌখিক ও লিখিতভাবে আদায় করে নেয়া।" এই সময়ের মধ্যে প্রশ্নের সাহায্যে গত দিনের পাঠটির ৫/৬ মিনিট পুনরালোচনা করা প্রয়োজন।

নতুন পাঠ উপস্থাপনের পূর্বেই শিক্ষক মহোদয় ঠিক করে নিবেন— আজ কোন বিষয়ে কতটুকু পাঠদান করবেন। এই অংশটুকুর বিষয়বস্তু পুংখানুপুংখরূপে নিজে অধ্যয়ন করে শিক্ষকগণ পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণীতে নতুন পাঠদান আরম্ভ করবেন। প্রশ্নের সাহায্যে নতুন পাঠের প্রত্যেকটি জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে যথাসম্ভব আদায় করে নিতে হবে। পঠিতব্য বিষয়টুকুর কোন অংশ যেন ছাত্রদের অজানা না থাকে।

শিক্ষকগণ আগেই কিছু সাহায্য করবেন না। ছাত্ররাই নিজ চেষ্টায় প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার জন্য উদগ্রীব থাকবে। প্রশ্নগুলো ব্লাকবোর্ডে পরিষ্কার করে লিখে দিলে আরও ভাল হয়। শিক্ষক শুধু সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করে যাবেন। কোথায় সামান্য কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হচ্ছে— সংশোধন করে দেবেন।

শ্রেণীর ভাল মন্দ সব ছাত্রই যাতে প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে পারে সে জন্য শিক্ষক মাঝে মধ্যে প্রশ্ন করতে থাকবেন। প্রয়োজনবোধে ২/১টা প্রশ্নের উত্তর লেখার নির্দেশ দিতে হবে। উত্তর ঠিকমত লেখা হচ্ছে কি-না— শ্রেণীতে ঘুরে দেখতে হবে। যখন দেখা যাবে নির্দিষ্ট নতুন অংশটুকুর বিষয়বস্তু ছাত্রদের আয়ত্তে এসে গেছে তখন বাড়ীর কাজের জন্য ২/৩টি প্রশ্ন দিতে হবে। পরবর্তী দিনে তারা এগুলোর উত্তর লিখে আনবে। শিক্ষক স্কুলের অবসর সময়ে খাতাগুলো দেখবেন।

৪-এর পাতায় দেখুন

পরীক্ষার নক

৫-এর পাতার

শিক্ষক ব্লাকবোর্ডের ব্যবহার স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত উপকরণগুলো অবশ্য ব্যবহার করবেন। প্রাইমারী শিক্ষাই বালক-বালিকাদের শিক্ষার মূল ভিত্তি। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের অধিকাংশ শিক্ষকই ট্রেনিং প্রাপ্ত। কিন্তু দেখা যায় অনেক শিক্ষকই এই ট্রেনিং-এর মর্যাদা রক্ষা করেন না। ভিত যদি কাঁচা হয়— শিক্ষার মেরুদণ্ড ভেংগে পড়বে।

শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সমাজ শিক্ষার সকল স্তরে একটু আন্তরিকতা ও সতর্কতার সংগে পাঠদান করলে "পরীক্ষায় নকল"-এর অভিশাপ থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারব। আমাদের সমাজ গড়ে উঠবে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর। কারণ শিক্ষকই হচ্ছে জাতির মান-মর্যাদা ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির একমাত্র সহায়ক। তারাই ভবিষ্যৎ বংশধরদের জাতীয় চরিত্র গঠনের কাণ্ডারী। দেশ এখন স্বাধীন। আমরা কারও মুখাপেক্ষী নই। দেশের সুনাগরিক ও দেশ গড়ার দায়িত্ব শিক্ষকদের ওপর। এ দায়িত্ব সততা ও সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারলে নকল প্রথা নিশ্চয় একদিন নির্মূল হবে— এ বিশ্বাস আমাদের রয়েছে।

—মুহাম্মদ ইসহাক